দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০১-১০-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

কটিয়াদীতে সবুজের চাদরে ঢেকে গেছে আমনের মাঠ

ভালো ফলনের আশা

উপজেলায় শতভাগ আমনের চারা রোপণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলন যাতে ভালো হয়, এই জন্য মাঠ পর্যায়ে উপসহকারী কর্মকর্তারা নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে আসছেন

■ **কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) সংবাদদাতা**

শরতের রোদ-বৃষ্টির খেলায় সবুজের আভা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ফসলের মাঠের কোথাও ফাঁকা নেই। যতদূর দৃষ্টি পড়ে সবুজ আর সবুজ। নীল আকাশের সাদা মেঘের ভেলা যেন সবুজের গাঢ় রঙ্গে একাকার হয়ে পড়েছে। কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে মাঠে মাঠে হাওয়ায় দুলছে আমন ধানের সবুজ পাতা। আর কৃষকের মনে উঁকি দিচ্ছে এক ভিন্ন আমেজ। সবুজ ঘেরা রোপা আমনের মাঠ দেখে বারবার ফিরে তাকান কৃষক। থমকে দাঁড়ায় পথিক।

এবার বর্ষা মৌসুমের শুরু থেকেই বৃষ্টি না হওয়ায় রোপা আমন লাগাতে কৃষকদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝিতে আমন ধান চাষ করার নিয়ম থাকলেও বৃষ্টি না হওয়ায় তা পারেননি কৃষকরা। ধান রোপণ নিয়ে কৃষক পড়েন বিপাকে। দেরিতে বৃষ্টি হলেও ইতিমধ্যে আমন রোপণ লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর কটিয়াদীতে ৬ হাজার ৮৫ হেক্টর জমিতে আমন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও চাষ বেশি হয়েছে। এ পর্যন্ত উপজেলায় ধান চাষ হয়েছে ১৩ হাজার ৯০ হেক্টর জমিতে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭ হাজার ৫ হেক্টর বেশি। এবারও রোপা আমনের কোনো রোগবালাই না হলে ভালো ফলন হবে বলে কৃষকরা আশা করছেন।

সরেজমিনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা যায়, আমনখেত গাঢ় সবুজ রং ধারণ করেছে। সবুজে ঘেরা রোপা আমনের মাঠে কৃষক ব্যস্ত সময় পার করছেন। ধানগাছ ভালো রাখতে ও ধানের উৎপাদন বাড়াতে কৃষকরা খেতের ঘাস পরিষ্কার, সার ও বালাইনাশক ওষুধ প্রয়োগ ও পার্চিংসহ সার্বক্ষণিক পরিচর্যা করছেন। মাঝে মধ্যে হচ্ছে বৃষ্টি। আমন আবাদের জন্য আবহাওয়া রয়েছে অনুকূলে। তাই ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন কৃষকরা।

কটিয়াদী উপজেলার চর পুক্ষিয়া এলাকার কৃষক ইউনুছ ফকির জানান, পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় প্রথমদিকেই শ্যালো মেশিন দিয়ে জমিতে পানি দিয়ে আমন চারা রোপণ করেছি। এতে খরচ বেড়েছে। আবার সারের দাম বেড়েছে। ডিজেলের দামও বেশি। ফলে ধানের খরচ উঠানো নিয়ে চিন্তায় আছি। উপজেলার মসূয়া ইউনিয়নের মুগদিয়া গ্রামের কৃষক জহির উদ্দিন বলেন, খরার কারণে এবার দেরিতে ধানের চারা রোপণ করেছি। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আশা করছি ভালো ফলন হবে। বোয়ালিয়া গ্রামের কৃষক তাইজ উদ্দিন বলেন, কয়েক দিনেই খেত সতেজ হয়ে উঠেছে। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ দেখা যায়।

জালালপুর ইউনিয়নের দায়িত্বরত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আলতাফ হোসেন বলেন, বর্তমানে রোপা আমন ধানের খেত সবুজে ভরে উঠেছে। কৃষি অফিস থেকে আমরা সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নিচ্ছি। এবার আমন খেতে রোগবালাই কম। তাই ভালো ফলনের আশা করছি। কটিয়াদী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, ইতিমধ্যে উপজেলায় শতভাগ আমনের চারা রোপণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলন যাতে ভালো হয়, এই জন্য মাঠ পর্যায়ে উপসহকারী কর্মকর্তারা নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

দেশ কেটি মানুষের জন্য প্রতিদিন
যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে
তারিখঃ ০১-১০-২০২৪ (পৃঃ ১১)

কাজিপুরে ধানের গোড়াপচা রোগে দিশেহারা কৃষক

■ কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

চলতি রোপা আমন মৌসুমে ধানের গোড়াপচা রোগে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ক্ষতির আশঙ্কা বেড়েছে। প্রতিকার হিসেবে নানাবিধ কীটনাশক প্রয়োগ করেও ফলাফল না পেয়ে উৎপাদন নিয়ে কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফুটে উঠেছে।

চলতি খরিপ মৌসুমে উপজেলায় ১১ হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ৪৫০ হেক্টর সবজি, ৪২০ হেক্টর মাসকলাই, ৯০ হেক্টর মরিচের আবাদ হয়েছে। বৃষ্টি কমে গেলে মরিচ, কলাই ও সবজির আবাদ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে কৃষি অফিসের ধারণা। ধানের গোড়াপচা রোগের বিষয়ে কৃষি অফিস বলেন দীর্ঘস্থায়ী খরা ও ননইউরিয়া বিশেষ করে ফসফেট সার চাষের নিচে না দিয়ে উপরি প্রয়োগ করা হলে এবং দীর্ঘদিন চাষাবাদ হচ্ছে এমন ধান যেমন, স্বর্ণা (৫) বি আর ১১ পুরনো জাতের ধান চাষাবাদে এই রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষি অফিস বলেন ধান চাষাবাদের ক্ষেত্রে আধুনিক জাত যেমন ব্রিধান ৭৫ ও ৮৭ জাতের ধান চাষাবাদে গোড়াপচা রোগ কম হবে। এই রোগ নির্মূলে ছত্রাকনাশক প্রয়োগে কিছুটা উপকার পাওয়া যেতে পারে।